



ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লালত পাঠ করতেন

এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতবার উত্থান- ১

মুঃ মুসলিমজাগর জ্ঞান

# ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লালত পাঠ করতেন এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতবার উত্থান





ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লানত পাঠ করতেন

এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান- ২

মুঃ মুসলিমজাহির জাৰি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লানত পাঠ করতেন এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান

চার পুরুষ ও চার নারীর উপর অভিশাপ  
ইতিহাস ও হাদিসের আলোকে

মূল বই থেকে সংকলিত একটি বিশেষ অধ্যায়

মূল বই:

"জানাতে যেতে হলে জানতে হবে  
— সাইয়েদা ফাতিমা যাহরা (সা.):  
নবুওয়াত ও ইমামাতের নিবন্ধন"

লেখক:

মো. মনিরুজ্জামান জনি

বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য সংস্করণ

©বেলায়েত মিডিয়া ২০২৬



ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লানত পাঠ করতেন  
এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান- ৩

মো: মুরিমজ্জাহান জাফর

## ইমাম জাফর সাদিক (আ.) লানত পাঠ করতেন এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান

লেখক: মো. মনিরুজ্জামান জাফর



### মূল বই সম্পর্কে:

বই: জানাতে যেতে হলে জানতে হবে — সাইয়েদা ফাতিমা যাহরা (সা.): নবুওয়াত ও ইমামাতের নিবন্ধন

মূল্য: ৫,০০০ট (কালার- ১০,০০০ট)

পেমেন্ট নম্বর: ০১৭০৭০৭০৮৩৫ (বিকাশ/নগদ/SSLCommerz)

প্রকাশক: বেলায়েত মিডিয়া

### তাহারা সেন্টার সম্পর্কে:

তাহারা সেন্টার একটি আত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে আত্মশুদ্ধি এবং ইমাম মাহদি (আ.)-এর সৈনিক হিসেবে প্রস্তুতির জন্য বিশেষ কোর্স -এ ভর্তি নেওয়া হয়।

কোর্স: "ইমাম মাহদি (আ.)-এর দৃষ্টিতে সফলতার পথ"

কোর্স ফি: ১০,০০০ট (এন্ট্রি), ২,০০০ট (মাসিক)

ক্লাস: সপ্তাহে ২ দিন

যোগাযোগ: ০১৭০৭০৭০৮৩৫



ଇମାଗ୍ ଛାଫର ସାହିକ (ଆ.) ଲାନତ ପାଠ କରାତେବ  
ଏବଂ ଆସିଥାର ସର ଥେକେ ଫିତନାର ଉଥାନ- 8

ମ୍ରା: ମର୍ମମଳଜାଗାନ ଜାର୍ବି

ଏହି ବହିଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନାମୂଲ୍ୟ ବିତରଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ।  
ବାଣିଜ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ।

### ସମପିତ:

ସାଇଯେଦା ଫାତିମା ଯାହରା (ସା.) ଏବଂ  
ଆହଲେ ବାଇତ (ଆ.)-ଏର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ



## মুখ্যবন্ধ: সত্যের মুখোমুখি

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু সত্য রয়েছে যা উচ্চারণ করতে গেলে হৃদয় কেঁপে ওঠে, কিন্তু নীরব থাকলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভ্রান্তির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আজ আমরা এমনই একটি ঐতিহাসিক সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি — এমন এক সত্য যা শিয়া হাদিসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্রন্থ আল-কাফি এবং তাহ্যীব আল-আহকামে সংরক্ষিত আছে, এবং যার প্রতিখনি সুন্নি হাদিসের সহিত বুখারি ও সহিত মুসলিমেও শোনা যায়।

এই আলোচনাতে আমরা প্রমাণ করব যে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) — যিনি নবী (সা.)-এর পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর এবং আহলে বাইতের ষষ্ঠ ইমাম — প্রতিটি ফরজ নামাজের পর চার পুরুষ এবং চার নারীর উপর লানত (অভিশাপ) পাঠ করতেন। এবং এই চার নারীর মধ্যে প্রথম ছিলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর — যাঁর ঘর সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এখান থেকে ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) বের হবে এবং শয়তানের শিং উঠিত হবে।





## প্রথম অংশ: ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর লানত – আল-কাফি ও তাহবীব আল-আহকামের সাক্ষ

### আল-কাফি – শিয়াদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থ

আল-কাফি হলো শিয়া ইসলামের সবচেয়ে প্রামাণিক হাদিস সংকলন, যা শাহীখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-কুলাইনি (মৃত্যু: ৩২৯ হিজরি) সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে যেখানে ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর নিয়মিত আমল উল্লেখ করা হয়েছে।

আসুন আমরা মূল আরবি হাদিসটি পাঠ করি:

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (إِلِيَّهُ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبْرٍ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَأَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَمَعَاوِيَةٌ - وَسَمَاهُمْ - وَفُلَانَةٌ وَفُلَانَةٌ وَهِنْدٌ وَأُمُّ الْحَكَمِ أَخْتُ مُعَاوِيَةَ

বাংলা অনুবাদ: আমরা আবা-আবদিল্লাহ (ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম)-কে শুনেছি যখন তিনি প্রতিটি ফরজ নামাজের পর চার পুরুষ এবং চার নারীর উপর লানত পাঠ করতেন: অমুক, অমুক, অমুক এবং মুয়াবিয়া – এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন – এবং অমুক নারী, অমুক নারী, এবং হিন্দ এবং উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)।

#### রেফারেন্স:

- আল-কাফি, শাহীখ আল-কুলাইনি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২ • Al-Kafi by Al-Kulayni, Volume 3, Page 342 • Arabic: ٣٤٢ ، الصفحة ، الجزء ، الكافي، الشيخ الكليني

### তাহবীব আল-আহকাম – আরও স্পষ্ট বর্ণনা

তাহবীব আল-আহকাম হলো শিয়া ফিকহের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ, যা শাহীখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-তুসি (মৃত্যু: ৪৬০ হিজরি) সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১-এ আল-কাফির হাদিসটির আরও স্পষ্ট সংক্রান্ত রয়েছে, যেখানে 'তায়মি' এবং 'আদাবি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

الْتَّيْمِيُّ، وَالْعَدَوِيُّ، وَفُلَانُ، وَمَعَاوِيَةُ - وَفُلَانُ، وَفُلَانَةُ، وَفُلَانَةُ، وَهِنْدُ، وَأُمُّ الْحَكَمِ أَخْتُ مُعَاوِيَةَ

বাংলা অনুবাদ: তায়মি, আদাবি, অমুক, এবং মুয়াবিয়া – এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন – এবং অমুক নারী, অমুক নারী, এবং হিন্দ এবং উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)।

#### রেফারেন্স:



- তাহবীব আল-আহকাম, শাইখ আল-তুসি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১ • Tahdheeb-ul-Ahkam by Al-Tousi, Volume 2, Page 321 • Arabic: ٣٢١ ، الصفحة ٢ ، الجزء ، الشيخ الطوسي، الشیخ الطوسي

## 'তায়মি' এবং 'আদাবি' – কোডেড নাম উন্মোচন

এখন প্রশ্ন জাগে: এই 'তায়মি', 'আদাবি' এবং 'অমুক' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? এবং কেন সরাসরি নাম না লিখে এই কোডেড ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?

**উত্তর সহজ এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত:**

১. **তায়মি** = আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা (তিনি বনু তায়ম গোত্রের ছিলেন)
২. **আদাবি** = ওমর ইবনুল খাতাব (তিনি বনু আদি গোত্রের ছিলেন)
৩. **অমুক (তৃতীয়)** = উসমান ইবনে আফফান
৪. **চতুর্থ** = মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

এবং চার নারী:

১. **প্রথম নারী** = আয়িশা বিনতে আবু বকর
২. **দ্বিতীয় নারী** = হাফসা বিনতে ওমর
৩. **তৃতীয় নারী** = হিন্দ বিনতে উতবা (মুয়াবিয়ার মা, যিনি উল্লে যুদ্ধে হামজা (রা.)-এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিলেন)
৪. **চতুর্থ নারী** = উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)



### রেফারেন্স:

- Sheikh al-Habib's scholarly analysis: <https://alhabib.org/en/did-the-imams curse-their-enemies-by-name/>
- Mahajjah Islamic research: <https://mahajjah.com/2-pronouncements-of-the-shia-scholars/>

## তাকিয়া – জীবন রক্ষার জন্য সত্য গোপন

কিন্তু কেন এই কোডেড ভাষা? কেন সরাসরি নাম লেখা হয়নি? উত্তর: তাকিয়া। হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে "وَسَمَّاهُ" (এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন)। এর অর্থ হলো, ইমাম জাফর সাদিক (আ.) নিজে সরাসরি হ্যারত আবু বকর, ওমর, উসমান, মুয়াবিয়া, আয়িশা এবং হাফসার নাম উচ্চারণ করতেন। কিন্তু হাদিস বর্ণনাকারীরা উমাইয়া এবং আবুবাসি খলিফাদের নিষ্ঠুর শাসনামলে বাস করতেন। যদি তাঁরা সরাসরি আবু বকর-ওমরের নাম লিখে লানত প্রকাশ করতেন, তাহলে তাঁদের হত্যা করা হতো, তাঁদের পরিবারকে নির্যাতন করা হতো, এবং এই মূল্যবান হাদিসগুলো চিরতরে হারিয়ে যেত। তাই তাঁরা কোডেড ভাষা ব্যবহার করেছেন — কিন্তু সাথে সাথে এই তথ্যও সংরক্ষণ করেছেন যে ইমাম নিজে স্পষ্ট নাম বলতেন।



## দ্বিতীয় অংশ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের সাক্ষ্য

### আয়িশার ঘর – ফিতনা ও শয়তানের শিং

এখন প্রশ্ন আসে: কেন আয়িশার উপর লানত? তিনি তো নবীর স্ত্রী ছিলেন। এর উত্তর দিতে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে। এবং আশৰ্যজনকভাবে, এই উত্তর সুন্নিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে: সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম।

#### সহিহ বুখারির বর্ণনা:

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: هُنَا الْفِتْنَةُ — ثَلَاثَةٌ  
— مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী (সা.) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: এখানে ফিতনা (বিশৃঙ্খলা), এখানে ফিতনা, এখানে ফিতনা – যেখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।

#### রেফারেন্স:

- সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১০৪ • Sahih Bukhari, Hadith No. 3104 • অনলাইন: <https://sunnah.com/bukhari:3104>

#### সহিহ মুসলিমের বর্ণনা:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: رَأْسُ الْكُفُرِ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ  
الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ: নবী (সা.) আয়িশার ঘর থেকে বের হয়ে বললেন: কুফরের শীর্ষ এখান থেকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।

#### রেফারেন্স:

- সহিহ মুসলিম, কিতাব আল-ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৯ • Sahih Muslim, Arabic edition, Volume 4, Page 2229, Kitab al-Fitan • শিয়া রেফারেন্স: [https://www.chiite.fr/en/hadith\\_06.html](https://www.chiite.fr/en/hadith_06.html)



## শাইখ মোহাম্মদ বাকের কায়টইনির প্রশ্ন

আধুনিক শিয়া আলেম শাইখ সাহিয়দ মোহাম্মদ বাকের কায়টইনি তাঁর বিখ্যাত 'Our Prophet' সিরিজের ২০০ নম্বর এপিসোডে ('Examining A Disturbing Hadith About Ayesha's House') একটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করেছেন:

"যদি তোমাদের নিজেদের বুখারি এবং মুসলিম বলে যে আয়িশার ঘর থেকে  
ফিতনা বের হয়েছে, তাহলে আমি কেন তাঁর থেকে আমার দীন গ্রহণ করব?"

এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। যদি সুন্নিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থই বলে যে আয়িশার ঘর ছিল কুফর ও ফিতনার উৎস, তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদিস কীভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে?

### ১. রেফারেন্স:

- YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Syphs-7pTGk>
- Hyder.ai: <https://www.hyder.ai/en/lecture/10693/en>

## তৃতীয় অংশ: জামাল যুদ্ধ – ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ বাস্তবায়ন

### হাওয়াবের কুকুর – আরেকটি সতর্কবার্তা

নবী (সা.) শুধু আয়িশার ঘর সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। তিনি আরও একটি নির্দিষ্ট সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যা হাওয়াবের ঘটনায় বাস্তবায়িত হয়েছে:

أَيْتُكُنْ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَبْخُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوَّابِ

বাংলা অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে কোন একজনের জন্য কী হবে যখন হাওয়াবের কুকুর  
তার উপর ঘেউ ঘেউ করবে?

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন আয়িশা বসরার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন ইমাম আলি (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তখন হাওয়াব নামক স্থানে কুকুর তীব্রভাবে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আয়িশা তখন উপলক্ষ্য করলেন এটি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু তালহা ও যুবায়ের ৫০ জন বেদুইনকে ঘৃষ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করলেন যে এটি হাওয়াব নয়। এবং আয়িশা আবার অগ্রসর হলেন।

### ২. রেফারেন্স:

- মুসলিম আহমদ ইবনে হাস্বল, হাদিস নং ২৪৮৭১ • আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবনে কাসির,  
খণ্ড ৭ • আল-সিলসিলা আস-সহীহা, আল-আলবানি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৪৭



## জামাল যুদ্ধ – ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ

৩৬ হিজরি, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর – বসরার কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক পক্ষে ছিলেন আমিরকুল মুমিনীন ইমাম আলি (আ.) – যাঁকে মদিনার মুসলিমরা সর্বসমত্বে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। অন্য পক্ষে ছিলেন আয়িশা, তালহা এবং যুবায়ের – যাঁরা একটি উটের (জামাল) উপর বসে সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন।

এই যুদ্ধের ফলাফল:

- ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ মুসলিম শহীদ হন • ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম গৃহযুদ্ধ •  
কুরআনের সরাসর নির্দেশ লজ্জন: "وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ" (তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর) •  
নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সরাসর বাস্তবায়ন

### রেফারেন্স:

- তারিখ আত-ত্বাবারি, খণ্ড ১৬ • আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসির, খণ্ড ৩
- Wikishia: [https://en.wikishia.net/view/Battle\\_of\\_Jamal](https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Jamal)
- Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Battle\\_of\\_the\\_Camel](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Camel)

## আয়িশার শক্তি – ইমাম আলি (আ.)-এর প্রতি

সুনি সূত্র নিজেই স্বীকার করে যে আয়িশা ইমাম আলি (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করতে অপছন্দ করতেন। আল্লামা আইনি তাঁর উমদাতুল কারি গ্রন্থে লিখেছেন: "আয়িশা আলি (আ.) সম্পর্কে ভালো কিছু উল্লেখ করতে পারতেন না।"

এবং আরও ভয়াবহ: যখন ইমাম আলি (আ.)-এর শাহাদাতের খবর আয়িশার কাছে পৌঁছালো, তিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এটি তারিখ আত-ত্বাবারি, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২২৪-এ বর্ণিত আছে।

## সূরা তাহরীম: আল্লাহর সতর্কবাণী ও নবী-পরিবারের পরীক্ষার বাস্তবতা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাবুল আলামিনের—যিনি হক ও বাতিলের মাঝে ফুরকান নাজিল করেছেন, এবং দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের উপর—যাঁরা কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা।



## সম্পর্ক নয়, সত্যই মাপকাঠি

কুরআন কোনো আবেগী গ্রন্থ নয়—এটি সত্যের দলিল। এখানে সম্পর্ক রক্ষা করা হয় না, রক্ষা করা হয় হক।

নবীর পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—নবীর ঘরই কখনো কখনো সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়েছে।

সূরা তাহরীম সেই পরীক্ষার এক নির্মম, কিন্তু ন্যায়সংগত দলিল।

## সূরা তাহরীম: যখন আল্লাহ নিজেই সতর্ক করেন

আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহরীমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সরাসরি বলেন:

আরবি মূল আয়াত:

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَّبْتُ فُلُوْبُكُمَا ۝ وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَنِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۝  
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقْنَ أَن يُنِيدِلَهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مَنْكَنَ ۝

বাংলা অনুবাদ:

"যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করো—কারণ তোমাদের অন্তর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর (নবীর) বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করো, তাহলে জেনে রাখো: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী, এবং জিবরাইল ও মুমিনদের মধ্যে সৎকর্মশীলরা এবং তারপর ফেরেশতারাও তাঁর সহায়ক। যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন।"

রেফারেন্স:

- আল-কুরআন, সূরা তাহরীম (৬০): আয়াত ৪-৫

## চৰ্ণ (সাগাত) — অন্তরের বিচ্যুতি

এখানে ব্যবহৃত শব্দ চৰ্ণ (সাগাত)—আরবি ভাষায় যার অর্থ:

- কাত হয়ে যাওয়া
- সত্য থেকে হেলে পড়া
- হকের দিক থেকে সরে যাওয়া

আরবি 'চৰ্ণ' শব্দটি এসেছে 'চাঁগু' থেকে। এটি কোনো সাধারণ ভঙ্গনা নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নৈতিক বিচ্যুতির ঘোষণা।



## এই আয়াত কাদের উদ্দেশ্যে? — সুন্নি ও শিয়া একমত

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট নিয়ে শিয়া-সুন্নি উভয় তাফসিরেই একমত্য বিদ্যমান।

### সুন্নি তাফসিরে:

তাফসিরে জালালাইন, তাফসিরে ইবনে কাসির, এবং তাফসিরে তাবারি — সবগুলোতেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই আয়াত হ্যরত আয়িশা ও হাফসাকে লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছিল, যখন তাঁরা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর গোপন বিষয় প্রকাশ করেন।

### রেফারেন্স:

- তাফসিরে জালালাইন, সূরা তাহরীম, আয়াত ৪
- তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা তাহরীম, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭১
- তাফসিরে তাবারি, সূরা তাহরীম, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ১২০

### শিয়া তাফসিরে:

তাফসির আল-কুমি এবং তাফসির আল-মিয়ান — এখানেও একই সিদ্ধান্ত—নবীর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তরে বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছিল।

### রেফারেন্স:

- তাফসির আল-কুমি, আলি ইবনে ইবরাহিম আল-কুমি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৭৭
- তাফসিরে আল-মিয়ান, আল্লামা তাবাতাবাঈ, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৩৪২

ভাষা ভিন্ন, বিশ্লেষণ ভিন্ন—কিন্তু সিদ্ধান্ত এক।

## ফিতনার উৎস: সহিহ বুখারির অস্বাস্তিকর সাক্ষ্য

ইতিহাস শুধু কুরআনে সীমাবদ্ধ নয়। হাদিসও তার সাক্ষ্য বহন করে।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে—নবী (সা.) এক খুতবার সময় আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেন:

### আরবি মূল পাঠ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: هُنَا الْفِتْنَةُ — ثَلَاثًا — مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ:



আবুজ্বাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা.) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: 'هُنَّا الْفِتْنَةُ' — এখান থেকেই ফিতনা—যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে।"

#### রেফারেন্স:

- সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১০৪
- <https://sunnah.com/bukhari:3104>
- সহিহ বুখারি, কিতাব আল-মানাকিব, বাব ২৫

এই বর্ণনা কোনো শিয়া সূত্র নয়। এটি সেই গ্রন্থ থেকে এসেছে, যাকে সুন্নি বিশ্ব সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করে।

#### চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত: নৃহ ও লৃতের স্ত্রীগণ

এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহরীমে এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন:

#### আরবি মূল আয়াত:

صَرَبَ اللَّهُ مَئَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٌ نُوحٍ وَامْرَأَتٌ لُوَطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدِيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنَ فَخَانَتَا هُمَا قَلْمَ {  
يُعْلِمُنَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقَيْلَ ادْخَلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ}

#### বাংলা অনুবাদ:

"আল্লাহ কাফিরদের জন্য নৃহ ও লৃতের স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তাঁরা (নবীরা) আল্লাহর কাছ থেকে তাদের জন্য কোনো উপকার করতে পারেননি। এবং তাদের বলা হলো: 'ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ'  
— জাহানামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।"

#### রেফারেন্স:

- আল-কুরআন, সূরা তাহরীম (৬৬): আয়াত ১০

#### এই দৃষ্টান্ত হঠাতে আসেনি

এটি আগের সতর্কবাণীর নেতৃত্ব পরিণতি। বার্তাটি স্পষ্ট:

- নবীর স্ত্রী হওয়া মুক্তির নিষ্পত্তা নয়
- বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্ককে বাতিল করে দেয়
- আনুগত্যই একমাত্র মানদণ্ড

নৃহ (আ.) ও লৃত (আ.)-এর স্ত্রীর নবীর ঘরে থেকেও জাহানামের যোগ্য হয়েছে—কারণ তারা হকের পাশে দাঁড়ায়নি।



## সুন্নি ও শিয়া তাফসিরের সাক্ষ

### সুন্নি সূত্র থেকে:

ইমাম কুরতুবি এবং ইমাম ইবনে কাসির উভয়েই স্বীকার করেছেন যে এই আয়াতটি নবী (সা.)-এর দুই স্ত্রীর জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী ছিল এবং এটি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত করে।

### রেফারেন্স:

- তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২০৬
- তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪

### শিয়া সূত্র থেকে:

আল্লামা মাজলিসি বিহার আল-আনওয়ারে উল্লেখ করেছেন যে এই আয়াতটি হ্যারত আয়িশা ও হাফসার জন্য একটি স্পষ্ট ছুঁশিয়ারি ছিল এবং তাঁদের নৃহ ও লুতের স্ত্রীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ তাঁরাও তাঁদের নবী স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

### রেফারেন্স:

- বিহার আল-আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ২১৮-২২০
- তাফসির আল-মিয়ান, আল্লামা তাবাতাবাই, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৩৫০

## কুরআনের নৈতিক শিক্ষা

### সূরা তাহরীম আমাদের একটি অস্বস্তিকর সত্য শেখায়:

- ঈমান উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না।
- সম্পর্ক দিয়ে জামাত কেনা যায় না।
- হক্কের বিপক্ষে দাঁড়ালে নবীর ঘরও রক্ষা করে না।

এই আয়াতগুলো ইতিহাস নয়—এগুলো আয়না। যে আয়নায় প্রতিটি যুগের মুসলমানকে নিজেকে দেখতে হবে।



## সত্তেৰ মুখোমুখি হওয়াৰ সাহস

এই আলোচনাতে আমৰা যা প্ৰমাণ কৰেছি:

১. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) প্ৰতিটি ফৰজ নামাজেৰ পৰ হয়ৱত আৰু বকৰ, ওমৰ, উসমান, মুয়াবিয়া, আয়িশা, হাফসা, হিন্দ এবং উম্মুল হাকামেৰ উপৰ লানত পাঠ কৰতেন।
  - এটি আল-কাফি (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪২) এবং তাহয়ীব আল-আহকাম (খণ্ড ২, পৃ. ৩২১)-এ সহিহ সনদে বৰ্ণিত।
২. রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই আয়িশাৰ ঘৰ সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী কৰেছিলেন। • সহিহ বুখারি (৩১০৪) এবং সহিহ মুসলিম (খণ্ড ৪, পৃ. ২২২৯)-এ স্পষ্টভাৱে বৰ্ণিত যে নবী (সা.) আয়িশাৰ ঘৰেৰ দিকে ইশাৰা কৰে তিনবাৰ বলেছিলেন: "এখানে ফিতনা, যেখান থেকে শয়তানেৰ শিং উঠবৈ।"
৩. এই ভবিষ্যত্বাণী জামাল যুদ্ধে তয়াবহভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। • আয়িশা ইমাম আলি (আ.)-এৰ বিৱৰণে যুদ্ধ কৰেন এবং ১০,০০০-৩০,০০০ মুসলিম শহীদ হন।
৪. শিয়া এবং সুন্নি উভয় সূত্ৰেই এই সত্য প্ৰমাণিত। • এটি শুধু শিয়া দাবি নয় — সুন্নিদেৱ নিজেদেৱ কিতাবেই এই সব ঘটনা বৰ্ণিত আছে।

### শেষ কথা:

আয়াতুল্লাহ খামেনেই ফতওয়া দিয়েছেন যে আয়িশাকে গালি দেওয়া হারাম — কাৱণ তিনি নবীৰ স্ত্ৰী ছিলেন। কিন্তু তাৰ কৰ্মেৰ সমালোচনা কৰা, তাৰ ঐতিহাসিক ভুলগুলো উল্লেখ কৰা, এবং তাৰ থেকে দ্বীন না নেওয়া — এটি শুধু বৈধ নয়, বৱং আবশ্যিক।

কাৱণ যে ঘৰ থেকে ফিতনা বেৱ হয়েছে, যে ঘৰকে নবী (সা.) নিজে কুফৱেৰ শীৰ্ষ এবং শয়তানেৰ শিং-এৰ উৎস বলে চিহ্নিত কৰেছেন, সেই ঘৰ থেকে দ্বীন গ্ৰহণ কৰা — এটি কীভাৱে যুক্তিসংজত হতে পাৱে? **ইমাম জাফর সাদিক (আ.)** যা কৱেছেন, সেটা ছিল সত্যকে সংৰক্ষণ কৰাৰ জন্য, প্ৰজন্মকে সতক কৰাৰ জন্য, এবং আহলে বাহতেৰ পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা কৰাৰ জন্য।

কুৱাতান আমাদেৱ শেখায়:

(بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

"হে ইমানদাৰগণ! আল্লাহকে ভয় কৰো এবং সত্যবাদীদেৱ সাথে থাকো।"

ৱেফাৰেণ্ট:

- আল-কুৱাতান, সূৱা তাওবা (৯): আয়াত ১১৯



সত্যের সাথে থাকা মানে জনপ্রিয় হওয়া নয়। সত্যের সাথে থাকা মানে নিরাপদ থাকা নয়। সত্যের সাথে থাকা মানে—প্রয়োজন হলে ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়ানো।

দোয়া

اللَّهُمَّ!

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সম্পর্কের মোহ থেকে মুক্ত করো, এবং হকের পাশে দাঁড়ানোর সাহস দাও।  
মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ওসিলায় আমাদের অন্তরকে বিচুতি থেকে রক্ষা করো।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ  
وَآخِرْ دُعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

## সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র এবং রেফারেন্স

### শিয়া মূল সূত্র (আরবি):

- ১. আল-কাফি • লেখক: শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-কুলাইনি (মৃত্যু: ৩২৯  
হিজরি) • খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২ • ইংরেজি: Al-Kafi by Al-Kulayni, Volume 3, Page 342
- আরবি: ٣٤٢      ২. তাহফীব আল-আহকাম • লেখক:  
শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-তুসি (মৃত্যু: ৪৬০ হিজরি) • খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১ •  
ইংরেজি: Tahdheeb-ul-Ahkam by Al-Tousi, Volume 2, Page 321      ৩. আরবি: تهذيب  
الأحكام, الشیخ الطوسی, الجزء ٢, الصفحة ٣٢١      ৩. বিহার আল-আনওয়ার • লেখক: আল্লামা  
মুহাম্মদ বাকের মজলিসি • খণ্ড ৩০ ও ৪৩

### সুন্নি মূল সূত্র:

- ৪. সহিহ বুখারি • হাদিস নং ৩১০৪ • কিতাব আল-মাগাযি (যুদ্ধভিয়ানের অধ্যায়) •  
অনলাইন: <https://sunnah.com/bukhari:3104> ৫. সহিহ মুসলিম • কিতাব আল-ফিতান  
ওয়া আশরাত আস-সাআহ • আরবি সংক্ষরণ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৯ • ইংরেজি: Sahih  
Muslim, Book of Tribulations, Volume 4, Page 2229 ৬. মুসলিম আহমদ ইবনে হস্বল  
• হাদিস নং ২৪৮৭১ (হাওয়াবের কুকুর সংক্রান্ত) ৭. তারিখ আত-ত্বাবারি • লেখক: আবু জাফর  
মুহাম্মদ ইবনে জাবির আত-ত্বাবারি • খণ্ড ১৬ (জামাল যুদ্ধ), খণ্ড ১৭ (ইমাম আলির শাহাদাত) ৮.  
উমদাতুল কারি • লেখক: আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি • খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮১ ৯. আল-বিদায়াহ  
ওয়ান-নিহায়াহ • লেখক: ইমাম ইবনে কাসির • খণ্ড ৭ ১০. আল-সিলসিলা আস-সহীহ •  
লেখক: শাইখ আল-আলবানি • খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৪৭



## শিয়া অনলাইন গবেষণা সূত্র:

১১. Sheikh al-Habib (আল-হাবিব) — বিস্তারিত বিশ্লেষণ • <https://alhabib.org/en/did-the-imams-curse-their-enemies-by-name/> ১২. Chiite.fr — হাদিস সংকলন • [https://www.chiite.fr/en/hadith\\_06.html](https://www.chiite.fr/en/hadith_06.html) ১৩. শাইখ মোহাম্মদ বাকের কায়উইনি — 'Our Prophet' সিরিজ • Episode 200: "Examining A Disturbing Hadith About Ayesha's House" • YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Syphs-7pTGk> • Hyder.ai: <https://www.hyder.ai/en/lecture/10693/en> ১৪. Wikishia — জামাল যুদ্ধ • [https://en.wikishia.net/view/Battle\\_of\\_Jamal](https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Jamal) ১৫. Wikishia — আয়িশা • <https://en.wikishia.net/view/Aisha> ১৬. Mahajjah — পণ্ডিত বিশ্লেষণ • <https://mahajjah.com/2-pronouncements-of-the-shia-scholars/> • <https://mahajjah.com/misconception-fitnah-originated-from-aishas-house/> ১৭. ShiaChat Forum — আলোচনা • <https://www.shiachat.com/forum/topic/235012920-horn-of-satan-and-aisha-the-mother-of-fitna/> ১৮. Wikipedia — শিয়া দৃষ্টিকোণ • [https://en.wikipedia.org/wiki/Shia\\_view\\_of\\_Aisha](https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_view_of_Aisha)

## ଆয়াতুল্লাহ খামেনেইর ফতওয়া:

১৯. আয়াতুল্লাহ সাইয়িদ আলি খামেনেই • বিষয়: আয়িশাকে গালি দেওয়া হারাম, কিন্তু অপকর্মের  
সমালোচনা বৈধ • <https://english.khamenei.ir/news/3905/>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ  
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَاعْنَ أَعْدَاءِهِمْ أَجْمَعِينَ

ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ସାନ୍ତି ଆଲା ମୁହମ୍ମାଦିଓ ଓସା ଆଲି ମୁହମ୍ମାଦ  
ଓସା ଆଜିଲ ଫାରାଜାଲୁମ ଓସାଲ ଆନ ଆ'ଦା-ଆଲୁମ ଆଜମାଞ୍ଜନ